প্রথম আলো

তারিখ 03 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

জাতীয়করণ করা কলেজের শিক্ষকদের নিয়ে সংকট

মোশতাক আহমেদ ●

- ক্যাডারে অন্তর্ভুক্তি মানবে না বিসিএস শিক্ষা ক্যাডার
- জাতীয়করণ শিক্ষকেরা চান সমান সুযোগ

শিক্ষকদের বদলি ও পদোন্নতির বিষয়ে নতুন বিধিমালা না করেই তিন শতাধিক বেসরকারি কলেজ জাতীয়করণ করছে সরকার। এর ফলে এসব বেসরকারি কলেজের প্রায় আট হাজার শিক্ষককে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত করা নিয়ে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির তৈরি হয়েছে।

তবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তালিকা অনুযায়ী কলেজগুলোর জাতীয়করণ হওয়া বিষয়টি 'স্পর্শকাতর' হিসেবে দেখছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। এ বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষাসচিব মো. সোহরাব হোসাইন মন্তব্য করতে রাজি হননি।

শিক্ষা ক্যাডারের বিদ্যমান শিক্ষকেরা বলছেন, যেনতেনভাবে নিয়োগ পাওয়া ওই শিক্ষকদের এক লাফে ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত হওয়া তাঁরা মানবেন না। তাঁদের দাবি, জাতীয়করণ হওয়া কলেজশিক্ষকদের নন-ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ নিয়ে প্রয়োজনে মামলা-মোকদ্দমাসহ কঠোর আন্দোলনে নামবেন। অন্যদিকে জাতীয়করণ করা ও হওয়ার জন্য তালিকাভুক্ত কলেজের শিক্ষকেরা বলেছেন, তাঁদেরও সমান সুযোগ-সুবিধা দিয়ে বিসিএস ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

দেশের যেসব উপজেলায় সরকারি কলেজ নেই, সেগুলোতে একটি করে কলেজ জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ইতিমধ্যে কয়েক ধাপে ১৪টি কলেজ জাতীয়করণ হয়েছে। আরও ১৯৯টি বেসরকারি কলেজের তালিকা করে আনুষঙ্গিক কাজ শুরু হয়েছে। এ ছাড়া ১০২টির তালিকা করার প্রক্রিয়া চলছে। জাতীয়করণের প্রক্রিয়ায় থাকা এসব কলেজের শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় আট হাজার।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের একজন শিক্ষক *প্রথম আলোকে* বলেন, দেশের বেসরকারি কলেজগুলোতে কীভাবে শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে, সেটা কম-বেশি সবাই জানেন। অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে সরকারই এখন কেন্দ্রীয় পরীক্ষার মাধ্যমে বেসরকারি স্কুল-কলেজে শিক্ষক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অন্যদিকে কয়েক ধাপে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে একজন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে যোগ দেন। এখন ওই সব বেসরকারি কলেজের শিক্ষকদের যদি সরাসরি শিক্ষা ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহলে কোনো পার্থক্য থাকবে না। শুধু তা-ই নয়, বদলি-পদোন্নতিতেও জটিলতার সৃষ্টি হবে।

৩৪তম বিসিএসে নিয়োগ পাওয়া একজন প্রভাষক *প্রথম আলোকে* বলেন, 'প্রায় আড়াই লাখ প্রতিযোগীকে বিসিএসের মতো পরীক্ষায় হারিয়ে যাঁরা এলেন, আর কয়েক লাখ টাকা দিয়ে সাজানো পরীক্ষায় যাঁরা শিক্ষক বনে গেলেন, তাঁদের মধ্যে যদি কোনো পার্থক্য না থাকে, তাহলে সেটা মানা যায় না।'

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির একজন নেতা *প্রথম আলোকে* বলেন, আগে বেছে বেছে হাতেগোনা ভালো বেসরকারি কলেজকে জাতীয়করণ করা হতো। তখন সংখ্যায় কম হওয়ায় নমনীয়ভাবে দেখা হয়েছে। কিন্তু এখন ঢালাওভাবে কলেজ জাতীয়করণ হচ্ছে। একসঙ্গে প্রায় আট হাজার বেসরকারি শিক্ষককে ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত করা হলে ভয়াবহ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। এটা মেনে নেওয়া হবে না। প্রয়োজনে মামলা ও রাস্তায় নামবেন তাঁরা।

তবে জাতীয়করণ হওয়া নেত্রকোনার একটি কলেজের একজন প্রভাষক *প্রথম আলোকে* বলেন, বেসরকারি কলেজগুলোকে জাতীয়করণ করছে সরকার। এসব কলেজের কোনো শিক্ষক হয়তো ২০ বছর বেসরকারি কলেজে চাকরি করেছেন। কিন্তু ২০০০ সালের 'বিতর্কিত' বিধি মানলে দেখা যাবে, এই শিক্ষকদের তাঁদের ছাত্রদের বয়সীদের চেয়ে চাকরিতে নিচে অবস্থান করতে হবে। এটা অপমান করা।' তিনি বলেন 'এক টেবিলে খাবারে বসিয়ে আলাদা খাবার দেবেন, তা হয় না।'

এ বিষয়ে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সভাপতি আই কে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা জাতীয়করণ হওয়া কলেজের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে নই। আমরা চাই নন-ক্যাডার শিক্ষক হিসেবে তাঁদের বদলি ও পদোন্নতির জন্য পৃথক নীতিমালা করা হোক, যাতে তাঁরা শুধু জাতীয়করণ হওয়া কলেজেই বদলি হবেন। তাঁদের বিসিএস ক্যাডারে অন্তর্ভুক্তি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।'